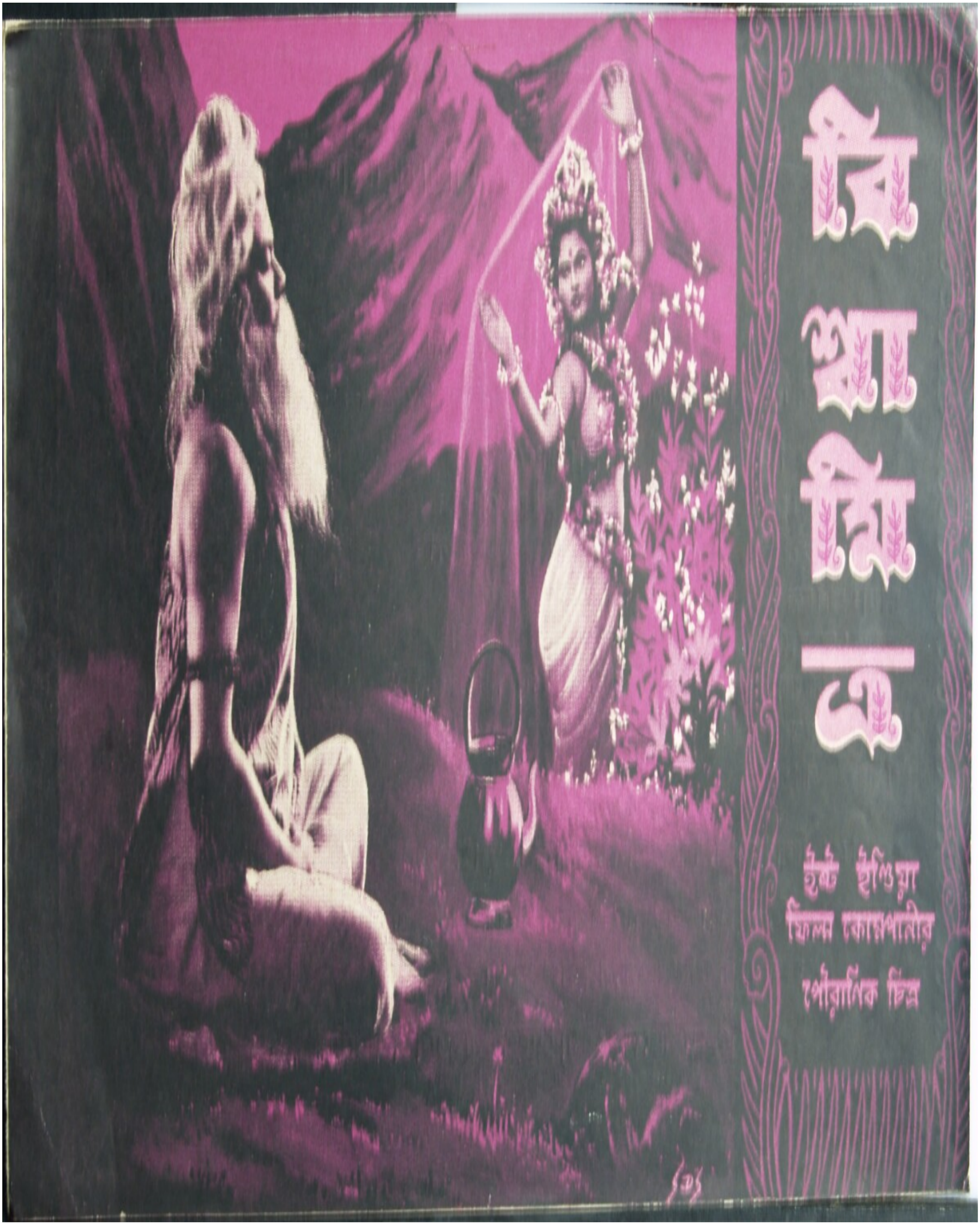

বিশ্বামিত্র

ইষ্ট ইণ্ডিয়া
ফিল্ম কোম্পানীর
পৌরাণিক চিত্র

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর পৌরাণিক চিত্রার্ঘ

বিশ্বামিত্র

পরিচালনা : **ফণী বর্ম্মা**

প্রযোজক : **জি, সি, বোথরা** কাহিনী, সংলাপ ও গান : **কবি কৃষ্ণধন দে,** এম-এ তত্ত্বাবধান : **কুমুদরঞ্জন দাস**

সঙ্গীত-পরিচালক : হরিপ্রসন্ন দাস
শিল্প-নির্দ্দেশক : বটু সেন
চিত্রশিল্পী : বীরেন দে
শব্দযন্ত্রী : শচীন চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক : অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়
রাসবিহারী সিংহ
নৃত্য-পরিচালক : অনাদিপ্রসাদ
ব্যবস্থাপক : প্রবোধ পাল

দৃশ্যসজ্জা : গোপী সেন
রূপসজ্জা : অক্ষয় দাস, সেখ ইদু, রামচন্দ্র
স্থিরচিত্র-শিল্পী : ষ্টীল ফটো সার্ভিস লিঃ
আলোক-সম্পাত : ষষ্ঠী দে
আবহ-সঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা
পরিস্ফুটনে : বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটারী লিঃ

সহকারীগণ :

পরিচালনা : হেমেন মিত্র, কমল পাল

চিত্র-শিল্পী : হরেন বোস
শব্দযন্ত্রী : ইন্দু অধিকারী, অমর মিত্র
সম্পাদক : রবীন সেন
ব্যবস্থাপক : বীরেন রায়, শোভা পাণ্ডে
দৃশ্য-সজ্জা : খরবুজ, বজরঙ্গী, পঙ্কু,
সুশীল বসু, অনিল দে,
শ্যামল দে

প্রধানাংশে : দিলীপ চৌধুরী, মিহির ভট্টাচার্য, পদ্মা দেবী, সুদীপ্তা রায়, বিভু, চিন্ময়, শিশির মিত্র, তুলসী ও জয়শ্রী।

অন্যান্যাংশে : নৃপতি, ধীরাজ দাস, জয়নারায়ণ, হরিমোহন, সুশীল রায়, সৌরীন, শিবসাধন, দেবী, মাষ্টার সুনীল, সত্যসাধন, সমীর, কৃষ্ণধন দে (এ্যাঃ), বিষ্ণুধন, সন্ধ্যা, লক্ষ্মী আরও অনেকে।

একমাত্র পরিবেশক : মতিমহল থিয়েটার্স লিমিটেড্

কাহিনী

মহারাজ বিশ্বামিত্র গিয়েছিলেন মৃগয়ায়। ফেরবার পথে আশ্রয় নিলেন ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে। রাজ-অতিথি ও তাঁর অনুচরবর্গকে উপাদেয় আহার্য্যদানে পরিতুষ্ট করলেন বশিষ্ঠদেব। দরিদ্র ঋষির এ অপূর্ব্ব অভ্যর্থনায় বিশ্বামিত্র হ'লেন চমৎকৃত। তাঁর বিস্ময় আরো বেড়ে উঠ্‌ল যখন তিনি জান্‌লেন, বশিষ্ঠের কল্পগাভী নন্দিনীর কৃপাতেই এমন অঘটন ঘটেছে। বিশ্বামিত্রের লোভ জন্মাল নন্দিনীকে লাভ করবার। বশিষ্ঠের কাছে তাঁর এ প্রার্থনা বিফল হো'ল। তখন বলপূর্ব্বক নন্দিনীকে হরণ করবার চেষ্টা করতেই কল্পগাভী নন্দিনীর কৃপাতে কোথা থেকে আবির্ভাব হো'ল অগণিত সৈন্য। ঘোরতর যুদ্ধের পর বিশ্বামিত্র শুধু যে পরাজিত হ'লেন তা' নয়, বশিষ্ঠের ব্রহ্মতেজে তিনি অচৈতন্য হ'য়ে শেষে বশিষ্ঠের করুণায় জ্ঞানলাভ ক'রে বুঝ্‌লেন ব্রহ্মতেজের কাছে ক্ষত্রিয় তেজ কত নগণ্য! রাজ্য ধনসম্পদ সব ছেড়ে বিশ্বামিত্র চল্‌লেন ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য কঠোর তপস্যায়।

বশিষ্ঠের আশ্রমকন্যাদের মধ্যে তন্বী অদৃশ্যন্তী বশিষ্ঠপুত্র শক্তি্‌র ছিল সহচরী। তপোবানর পবিত্র কঠোর পরিবেশের মধ্যেও তার তরুণ যৌবন নববসন্তের হাওয়ায় হয়ে উঠ্‌ল অধীর। এদিকে স্নাতককাল উত্তীর্ণ হ'বার পর বশিষ্ঠদেব শক্তি্‌কে আদেশ দিলেন তীর্থযাত্রার। তীর্থভ্রমনান্তে ফিরে এসে সে তা'র ব্রতীচিহ্ন যজ্ঞানলে আহুতি দিলে হ'বে সে যজ্ঞাধিকারী ব্রাহ্মণ। কিন্তু শক্তি্‌ গোপনে পরিয়ে দিলেন এই ব্রতীচিহ্ন অদৃশ্যন্তীর হাতে।

এদিকে চল্‌ল বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যা। শেষে একদিন ব্রহ্মা তাঁকে দান করলেন রাজর্ষিত্ব। বিশ্বামিত্র চেয়েছিলেন ব্রহ্মর্ষিত্ব ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা বল্‌লেন শুধু ব্রাহ্মণোচিত জ্ঞান ও কর্ম্মবলেই ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করা যায়। আবার চল্‌ল বিশ্বামিত্রের কঠোরতম তপস্যা।

রাজা ত্রিশঙ্কু মৃগয়া করতে এসেছিলেন বনে। সেদিন সেই নির্জ্জন বনের মধ্যে জলাশয়ে জলক্রীড়া করতে এসেছিলেন স্বর্গের অপ্সরার দল। বনের আড়াল থেকে সঙ্কোচহীনা যৌবনমত্তা অপ্সরীদের জলবিহার দেখে ত্রিশঙ্কু এগিয়ে গেলেন তাঁদের কাছে। তাঁরা জানালেন যে স্বর্গে না গেলে অপ্সরীদের লাভ করা যায় না। তপোবলে স্বর্গে কেউ যদি পাঠায় তবেই ত্রিশঙ্কুর স্বর্গে যাওয়া চল্‌তে পারে। ত্রিশঙ্কু তখন গেলেন কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের কাছে। তিনি ত সকল কথা শুনে তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ত্রিশঙ্কু সে উপদেশ গ্রাহ্য না করে গেলেন বিশ্বামিত্রের কাছে। বশিষ্ঠদ্বেষী বিশ্বামিত্র সহজেই স্বীকৃত হ'লেন তাঁকে স্বর্গে পাঠাতে। বিশ্বামিত্র যোগবলে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গের পথে পাঠাতে বরুণের নির্দ্দেশে দেবরাজ হ'য়ে উঠ্‌লেন ব্যাকুল। তখন উপায়ান্তর না দেখে বিশ্বামিত্র সৃষ্টি করলেন নূতন স্বর্গ, সেখানে পাঠালেন ত্রিশঙ্কুকে। বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্রের এ তপোবল দেখেও তা'কে ব্রহ্মর্ষি ব'লে স্বীকার করলেন না।

অপমানিত বিশ্বামিত্র তখন প্রতিশোধের এক পৈশাচিক উপায় অবলম্বন করলেন। রাজা কল্মাষপাদ বশিষ্ঠপুত্র শক্তি কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে রাক্ষসে পরিণত হয়েছিলেন। বিশ্বামিত্র এই রাক্ষসকে দুর্জয় শক্তি দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন বশিষ্ঠের শতপুত্রকে নিহত করতে। শক্তি ও রাক্ষসের হাতে প্রাণ হারালো। অরুন্ধতী, অদৃশ্যন্তী ও শাস্ত্রপ্রমুখ আশ্রমকন্যাদের কাতর ক্রন্দনও ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে বিচলিত করতে পারল না। ব্রাহ্মণোচিত ক্ষমাগুণে তিনি অটল ধৈর্য ধারণ করলেন। বিস্মিত বিশ্বামিত্র বুঝতে পারলেন এ ব্যাপারে তাঁর কতখানি তপস্যা নষ্ট হয়েছে। আরো কঠোর তপস্যায় তিনি মগ্ন হ'লেন সুমেরু শিখরে। তাঁর তপস্যায় বিচলিত হ'লেন ইন্দ্র। তপোভঙ্গ করতে পাঠালেন ত্রিলোকের রূপলাবণ্যময়ী অপ্সরা মেনকাকে।

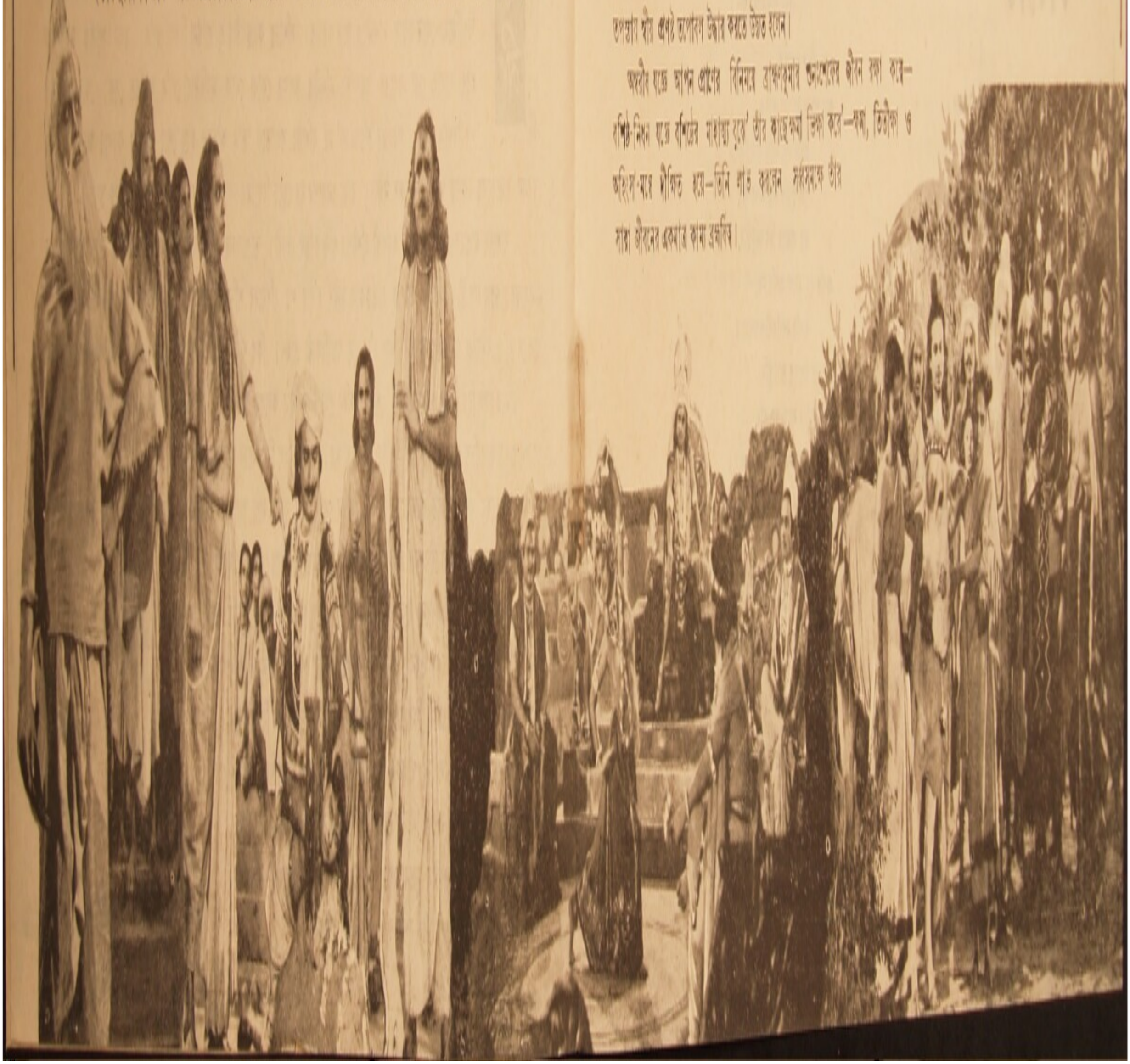

বহু কঠোর তপশ্চরণে মগ্ন বিশ্বামিত্রের যোগ ধ্যানভঙ্গ। মায়াবী মেনকার ছলনায় প্রতারিত হয়ে তিনি ঢেলে দিলেন তাঁর পায়ে তপস্যার ফল। যোগী মেনকার গর্ভে শকুন্তলার সৃষ্টি।

এদিকে অদৃশ্যন্তীর গর্ভজাত শক্তির পুত্র পরাশর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য আরম্ভ করলেন রাক্ষসনিধন যজ্ঞ। বশিষ্ঠ ছুটে এলেন পরাশরের কাছে ক্ষমার আদর্শ নিয়ে। বিশ্বামিত্র যখন জানতে পারলেন যে শতপুত্রহন্তা রাক্ষস কল্মাষপাদকে বশিষ্ঠ ক্ষমা করেছেন তখন তিনি শুধু বিস্মিত হলেন না, নিজেকে বশিষ্ঠের চেয়ে আরো ছোট ব'লে মনে করলেন। এবার বুঝলেন বিশ্বামিত্র তাঁর তপস্যা কতখানি ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আবার কঠোরতর তপস্যায় শীঘ্র এবং ত্যাগবল উদ্ধার করতে উদ্যত হলেন।

অবশেষে এক আপন প্রাণের বিনিময়ে ব্রাহ্মণকুমার শুনঃশেফের জীবন রক্ষা ক'রে—বশিষ্ঠ-নিন্দা এড়িয়ে বশিষ্ঠের মাহাত্ম্য বুঝে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে—ক্ষমা, তিতিক্ষা ও অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে—তিনি লাভ করলেন সর্বশেষে তাঁর সাধ্য জীবনের একমাত্র কাম্য ব্রহ্মর্ষিত্ব।

সঙ্গীত

[১]

(অনুশ্রুতীর গান)

বন-হরিণি !

তোর সজল আঁখি আজ কি কথা জানায় ?

তোর অধর কাঁপে আজ কোন্ কামনায় ?

কারে খোঁজস্ খুঁজি নিতি গহন বনে,

(কার) স্বপনখানি তুই আঁকিস্ মনে,

(তোর) হৃদয় ভরে আজ কোন বেদনায় ?

বন হরিণি—

আসে চৈতী হাওয়া বনফুল ঝরায়ে

তার পরাগ রাখে তোর পথে ছড়ায়ে

(শোন্) চেউয়ের বুকে বাজে রিণি ঝিণি

—বন হরিণি !

[২]

(আশ্রম বালিকাদের গান)

চন্দন-চর্চ্চিত পুষ্পদলে,

অর্ঘ্য সাজাব তব চরণ-তলে ॥

প্রণতি লহ, মাগো প্রণতি লহ ॥

পুচ্ছ সুরভি করি অগুরু-ধূমে

কণ্ঠ সাজায়ে দিব বনকুসুমে,

প্রণতি লহ, মাগো প্রণতি লহ,

ভকতি মন্দাকিনী-অশ্রুজলে ॥

তব চরণ রজঃপূত তপোভূমি

সকল বিপদে মাগো রক্ষ তুমি,

চির-মঙ্গল আন তব পুণ্য-বলে ॥

[৩]

(শক্তির ও অনুশ্রুতীর গান

শ। কাজ্‌লা মেঘের ভীড় জমেছে বাদলা দিনের অন্ধকারে,

ঘর ছেড়ে আজ বাইরে এস কুলহারা এই নদীর ধারে।

ডাক্‌ছে আমায় ঝড়ের দোলা,

ঘরের স্বপন রইল তোলা,

তুফান আমার হবে সাথী, দেয় যে সাড়া বারে বারে ॥

* * *

অ। আমার গলার মালাখানি পরবে কি আজ

তোমার গলে ?

চলার পথে হাতখানি মোর লবে কি ও-করতলে ?

শ। আসুক্ নেমে বজ্র প্রলয়,

অ। তোমার সাথে রইব' কি ভয় !

শ। ফিরব না আর পিছন পানে,

অ। ডাকব না আর বন্ধ-দ্বারে ॥

[৪]

(অপ্সরাদের গান)

চাঁদের আলোর স্বর্ণাধারায় মেঘবাসরে পোহাই রাতি,

রামধনুতে এলিয়ে তনু স্বপন মালা আমরা গাঁথি ॥

আমরা যে গো অপ্সরী,—

প্রজাপতির রঙ্ ধরি,

ফুলের বনে দখিন্ হাওয়ায় আমরা খুঁজি মিলন সাথী।

যৌবনেরই মৌবনে যে রূপের নেশায় কাটাই নিশা

চটুল আঁখির আঘাত হানি অধর বুকে জাগাই তৃষা

ছড়িয়ে পড়া সাগর ফেনায় ছন্দ-দোদুল নৃত্যে মাতি ॥

[৫]

(শাস্তার গান)

আসে নব অতিথি তব কামনা-দ্বারে,

—তুমি চেন কি তারে ?

চূয়া চন্দন মাখানো তনু লাবণি,—

তুমি তা'রে দেখনি,—তারে তুমি দেখনি,—

সে যে রূপ ধরে' ফুটে ওঠে তৃষামাঝারে !

তা'র চাঁচর চিকুর স্নেহ শিশিরে ভেজা,

আকাশের চাঁদ বলে 'টীপ্ দিয়ে যা,'

আকাশ-পরীরা ডাকে 'আয় আয় আয়—

সিনান্ করিব জোছনায়,'—

(তার) রাঙা ঠোঁটে দোব এঁকে শত চুমারে !

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর

★ নূতন ছবি ★

কাজরী

ছন্দে, গানে, নৃত্যে উজ্জ্বল—নূতনতর ছবি

পরিচালনা : নীরেন লাহিড়ী

কাহিনী : নিতাই ভট্টাচার্য

রূপায়ণে : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় • বীরেন চট্টোপাধ্যায়

মিহির ভট্টাচার্য • ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

সুচিত্রা সেন • জয়শ্রী • সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

সুশীল • নৃপতি • ননী

=মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ-এর পরিবেশনাধীন=

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ,
১এ, টেগোর ক্যাশেল ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

31-12-52